বাংলাদেশ ব্যাংক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয়। প্রবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত আয় বৈধ চ্যানেলে দেশে প্রেরণ করে বেগবান করছে দেশের অর্থনীতি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের (Wage Earners' Remittance) পরিমাণ ১৬,৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স ১৪,৯৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ১,৪৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। বিগত অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ৯.৫৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ দেশে নিবিড়ভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসীদের বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণকে আরো উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকার রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ০২ (দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ০৬ আগস্ট, ২০১৯ সার্কুলার নং-৩১ এর মাধ্যমে **"বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা।"** জারি করে।

নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। (ক) বিদেশ হতে প্রেরিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক প্রযোজ্য বিনিময়হারে টাকায় রূপান্তরিত অর্থ প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন করতঃ উপকারভোগীর হিসাবে জমা/উপকারভোগীকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থের উপর ২ (দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করবে;

(খ) বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পরিচালিত বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজ/ব্যাংকের মাধ্যমে আলোচ্য অর্থ প্রত্যাবাসিত হতে হবে;

(গ) একজন প্রবাসীর রেমিট্যান্সের উপর প্রতিবারে সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত)/সমমূল্যের অর্থের জন্য উল্লিখিত হারে কোনো প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) ১(গ) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি লেনদেনের প্রাপককে রেমিট্যান্স প্রেরকের বৈধ কাগজপত্র (যেমন: পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশি নিয়োগদাতা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্রের কপি/বিএমইটি প্রদত্ত সনদপত্রের কপি, ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসার লাইসেন্সের কপি ইত্যাদি) রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক শাখায় দাখিল সাপেক্ষে নগদ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

২। ১(ঘ) তে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক প্রাপক কর্তৃক রেমিট্যান্স গ্রহণের দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে তা উপস্থাপন করলে রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক তাকে প্রাপ্য নগদ সহায়তা প্রদান করবে;

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিগত ০৬ আগস্ট, ২০১৯ এ জারিকৃত নীতিমালায় ব্যাংকসমূহকে অগ্রিম আকারে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ফান্ড প্রদান করার বিধান রয়েছে। এ প্রণোদনা ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে কার্যকর হবে।